হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান্ শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

৩১শে জুলাই ১৯৩৯ | নবম বর্ষ | চতুর্দ্দশ সংখ্যা

(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্ত্তমানকালে আল্লাহ্ তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংবদ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে, সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্ত্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ৩৲ | প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রবন্ধসূচী

দোয়া	... ...	৩১৭	
অমৃত বাণী	... ...	৩১৮	
কোরান করীমের "আম্মা-ইতাছা-আলুনা" অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা	... ...	৩১৯—৩২১	
সৎ-কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন কর	...	৩২২—৩২৮	
নারী-জাতীর মুক্তি	... ...	৩২৯—৩৩০	
বাংলার আহমদী ভ্রাতাভগ্নিগণের খেদমতে একটি বিশেষ নিবেদন	... ...	৩৩১	
আহমদী বালিকার মনের কথা (কবিতা)		৩৩১	
জগৎ আমাদের	... ...	৩৩২	

সভার তারিখ পরিবর্ত্তন

হজরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) তদীয় ৩০শে জুন তারিখের খোৎবায়, যাহা এই সংখ্যা আহমদীতে ৩২২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে, আগামী ১৫ই জুলাই তাহরিক-জদীদের সভার তারিখ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। ইদানিং কোন বিশেষ কারণে সেই তারিখ পরিবর্ত্তন করিয়া **আগামী ১৩ই আগষ্ট উক্ত সভার তারিখ পুনঃ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।** অতএব উক্ত তারিখেই সকল জমাত নিজ নিজ স্থানে সভা করিয়া তাহরিক-জদীদের বিষয় আলোচনা করিবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী,
বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

ঢাকা দারুৎ-তবলীগে কোরানের 'দরস'

ঢাকা দারুৎ-তবলীগে প্রত্যহ কোরান করীমের 'দরস' দেওয়া হয়। আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের সুবিজ্ঞ আলেম মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব 'দরস' দিয়া থাকেন। এই 'দরস' জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের জন্যই উন্মুক্ত। আল্লাহ্‌ তা'লা ইহাকে মোবারক করুন। —আমীন।

পাক্ষিক
মোহাম্মদী

নবম বর্ষ | ৩১শে জুলাই, ১৯৩৯ | চতুর্দ্দশ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

[হজরত রসুল করীমের (সাঃ) হাদিস হইতে]

বাজারে গমন কালে

بسم الله اللهم انى اسئلك خير هذه السوق
وخيـر ما فيها واعوذ بك من شرها وشرما فيها *
اللهم انى اعوذ بك ان أصيب فيها صفقة خاسرة *

অনুবাদ :—"আল্লাহ্‌র নামের আশীষ প্রার্থনা করিয়া (এই বাজারে) প্রবেশ করিতেছি। হে আল্লাহ্! আমি তোমা হইতে এই বাজারের মঙ্গল, এই বাজারে যাহা কিছু আছে তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি এবং ইহার অনিষ্ট এবং ইহার মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার অনিষ্ট হইতে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় ও সাহায্য চাই, যেন ইহাতে কোন ক্রয়-বিক্রয়ে ক্ষতিগ্রস্ত না হই।"

ভ্রমণ-কালে

اللهم انت الصاحب فى السفر والخليفة
فى الاهل - اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا في
اهلنا - اللهم انى اعوذ بك من وعثاء السفر
وكابة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم
وسوء المنظر فى المال والاهل *

অনুবাদ :—"হে আল্লাহ্! ভ্রমণে তুমিই আমার বন্ধু এবং আমার পরিবারবর্গের জন্য তুমিই আমার প্রতিনিধি। হে আল্লাহ্! তুমি ভ্রমণে আমার বন্ধু হও এবং আমার পরিবারের জন্য আমার স্থলবর্ত্তী হও, হে, আল্লাহ্! আমি ভ্রমণের 'তকলীফ' হইতে. এবং ভ্রমণ হইতে অকৃতকার্য্য অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন হইতে এবং লাভের পর লোকসান উঠান হইতে এবং উৎপীড়িতের অভিশাপ হইতে এবং আমার ধন-জনের প্রতি লোকের কুদৃষ্টি হইত তোমার শরণাপন্ন হই।"

অমৃত বাণী

[হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)]

'জান্নাত' ও 'জাহান্নাম' বা স্বর্গ ও নরকের তিনটি স্তর

"স্বর্গ ও নরকের তিনটি স্তর আছে। মানুষ যখন এই জগৎ হইতে বিদায় হইয়া নিজ চির শয়নাগার কবরে যাইয়া শয়ন করে তখন প্রথম স্তর আরম্ভ হয়। এই 'জয়ীফ' বা দুর্ব্বল স্তরটিকে রূপক ভাবে নবী করীমের (সাঃ) হাদীসে কয়েক ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি বর্ণনা এই যে, পুণ্যবান মৃতের জন্য কবরে স্বর্গমুখী একটি জানালা উন্মুক্ত করা হয়। সেই জানালা দ্বারা তিনি স্বর্গের বাগান ও রূপ দর্শন করেন এবং উহার মলয় পবন ভোগ করেন। মৃতের 'ইমান' ও 'আমল' বা বিশ্বাস ও কর্ম্মের স্তর অনুসারে এই জানালার প্রশস্ততা হইয়া থাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এরূপও বর্ণিত হইয়াছে যে, যাঁহারা নিজ প্রিয় জীবন প্রকৃত প্রেমাস্পদের পথে বিলাইয়া দিয়া 'ফানা-ফিল্লাহ্‌' (আল্লাহ্‌তে বিলীন) অবস্থায় এই সংসার ছাড়িয়া যান—যেমন, 'শহীদগণ' বা 'শহীদ' হইতেও অগ্রগামী 'সিদ্দিকগণ' করিয়া থাকেন—তাঁহাদের জন্য মৃত্যুর পর কেবল স্বর্গ-মুখী জানালাই উন্মুক্ত হইবে না, বরং তাঁহারা পূর্ণ শক্তি সহকারে বেহেস্তে প্রবেশ করিবেন; কিন্তু তথাপি তাঁহারা কেয়ামতের পূর্ব্বে পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীনরূপে জান্নাতের স্বাদ পাইবেন না। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই স্তর সমূহের কোন স্তরে অবস্থান কালে মানুষ বেহেস্ত বা দোজখ হইতে বহিষ্কৃত হয় না; অবশ্য এই স্তর হইতে উন্নতি করার কালে নিম্নতর স্তর হইতে উচ্চতর স্তরে আসে।

তদ্রূপ প্রথম স্তরে পাপী মৃতের জন্য নরক-মুখী জানালা উন্মুক্ত করা হইবে। সেই জানালা পথে এক দগ্ধকারী তপ্ত বায়ু আসিবে এবং উহার তাপে সেই পাপাত্মা অনবরত জ্বলিতে থাকিবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি শয়তানের অনুসরণ করতঃ নিজ 'মৌলা' বা প্রেমময় প্রভু হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া 'ফানা-ফিশ্‌শয়তান' (শয়তানে বিলীন) অবস্থায় এই সংসার হইতে বিদায় হইবে, তাহাদের জন্য তাহাদের মৃত্যুর পর কেবল নরক-মুখী জানালাই উন্মুক্ত হইবে না, বরং তাহারা পূর্ণ শক্তি ও বৃত্তি নিয়া বিশিষ্ট দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে; কিন্তু তথাপি কেয়ামতের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ রূপে ও সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে নরকের মজা বুঝিবে না।

বেহেস্তী ও দুজখীর যে স্তর আমি এখন বর্ণনা করিলাম, ইহা ছাড়া আর একটি স্তর আছে। ইহাকে মধ্যম স্তর বলা উচিত। ইহা হাশরের দিনের (মৃত্যুর পর সমস্ত আত্মা একত্রীভূত হওয়ার দিনের) পর এবং পূর্ণ স্বর্গভোগ বা পূর্ণ নরক-ভোগের পূর্ব্বে লাভ হয়। এই স্তরে পূর্ণ অবয়বের সহিত সংযোগ লাভ হওয়ার ফলে শক্তি বা বৃত্তি নিচয়ে এক বিশিষ্ট তেজ বা তীক্ষ্ণতা সৃষ্টি হয় এবং তখন খোদাতা'লার অনুগ্রহ বা অভিসম্পাতের বিকাশ পূর্ণ রূপে প্রত্যক্ষ করাও হয় এবং স্বর্গ নরককে অতি নিকটে পাওয়া যায় এবং উহাদের স্বাদ বা শাস্তি বর্দ্ধিত ভাবে ভোগ করা হয়।.....এই দ্বিতীয় স্তরেও সকলের অবস্থা সমান হয় না।...

এই স্তরের উপর **তৃতীয় স্তর**। উহা শেষ স্তর। হিসাবের দিনের পর মানুষ এই স্তরে প্রবেশ করিবে এবং পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীন রূপে সুখ দুঃখ ভোগ করিবে।

সার কথা এই যে, এই তিনটি স্তরে মানুষ এক প্রকার বেহেস্ত বা এক প্রকার দোজখে অবস্থান করে। অতএব ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই স্তর সমূহের কোন স্তরে অবস্থান কালে মানুষ বেহেস্ত বা দোজখ হইতে বহিষ্কৃত হয় না; অবশ্য এই স্তর হইতে উন্নতি করার কালে নিম্নতর স্তর হইতে উচ্চতর স্তরে আসে।

কোরান করীমের "আম্মা-ইতাছা-আলুনা" অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা

[মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব]

بسم الله الرحمن الرحيم
عم يتساءلون - عن النبا العظيم - الذى هم فيه
مختلفون - كلا سيعلمون - ثم كلا سيعلمون - الم نجعل
الارض مهدا - والجبال اوتادا - وخلقناكم
ازواجا - وجعلنا نومكم سباتا - وجعلنا الليل لباسا
وجعلنا النهار معاشا - وبنينا فوقكم سبعا شدادا -
وجعلنا سراجا وهاجا - وانزلنا من المعصرات ماء
ثجاجا - لنخرج به حبا ونباتا - وجنت الفافا -
ان يوم الفصل كان ميقاتا - يوم ينفخ فى الصور
فتاتون افواجا - وفتحت السماء فكانت ابوابا -
وسيرت الجبال فكانت سرابا - ان جهنم كانت
مرصادا - للطاغين مابا - لبثين فيها احقابا -
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا - الا حميما وغساقا -

আল্লাহ্ তা'লার নাম নিয়া আরম্ভ করিতেছি যিনি 'রাহ্মান' ও 'রহিম'।

"কোন্ বিষয়ে তাহারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে? সেই মহান্ সংবাদ সম্বন্ধে যাহাতে তাহারা মতভেদ করিতেছে।

নিশ্চয়ই না, অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে।

আবার বলছি, কখনই না, নিশ্চয়ই তাহারা দেখিতে পারিবে। আমি কি এই পৃথিবীকে দোল্না রূপে সৃষ্টি করি নাই এবং পর্ব্বতমালাকে কীলক রূপে এবং তোমাদিগকে যুগল করিয়া সৃষ্টি করি নাই? এবং নিদ্রাকে তোমাদের বিশ্রাম করিয়া দিয়াছি এবং রাত্রিকে তোমাদের আবরণ করিয়া দিয়াছি এবং দিবাকে তোমাদের জীবিকা অর্জ্জনের সময় করিয়া দিয়াছি এবং তোমাদের উপরে দৃঢ় সপ্ত নির্ম্মাণ করিয়াছি। একটি উজ্জ্বল প্রদীপ প্রস্তুত করিয়াছি। মেঘমালা হইতে আমি মুষলধারে বারিপাত করিয়াছি, উহাদ্বারা শস্য ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করিবার জন্য এবং ঘন পল্লব বিশিষ্ট বাগান। নিশ্চয়ই মীমাংসার দিন নির্দ্ধারিত আছে, যে দিন বাঁশি বাজিয়া উঠিবে এবং তোমরা দলে দলে আসিয়া সমাগত হইবে এবং আকাশকে উন্মুক্ত করা হইবে, ফলে উহা বহু দ্বার বিশিষ্ট হইবে; পাহাড়গুলিকে সরাইয়া ফেলা হইবে, ফলে উহারা মরিচীকাবৎ হইয়া যাইবে। নিশ্চয় অনন্ত অগ্নি রহিয়াছে ওৎ পাতিয়া বিদ্রোহীদের অবস্থানের আবাস রূপে, যাহাতে উহারা বহু বৎসর ব্যাপিয়া অবস্থান করিবে, সেখানে তাহারা কোন স্নিগ্ধ বস্তু ও পানীয় লাভ করিবে না, গরম জল ও পুঁজ

ভাবার্থ—বিরুদ্ধবাদিগণ কোন্ বিষয় আলোচনা করিতেছে? সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমন সম্বলিত মহান ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে। তাহারা এবিষয়ে মতভেদ করিতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছে না যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার সময় আসিয়াছে। এই মহান সংবাদে যে মহাপুরুষের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তিনি আগমন করিয়াছেন; তাহারা মনে করিতেছে, এই মহা পুরুষের দাবীকে কেহই গ্রহণ করিবে না, ইহা অল্প দিনের মধ্যেই মিটিয়া যাইবে। কখনই না, আবার বল্ছি, কখনই না, অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে কেমন করিয়া আল্লাহ্র প্রেরিত মহা-পুরুষদের দাবী সাফল্য-মণ্ডিত হয়। দেখ, আমি কি এই পৃথিবীকে অনন্ত মানব-জীবনের শৈশবের দোলনা করিয়া সৃষ্টি করি নাই? অনন্ত জীবনের তুলনায় মানুষের এই পার্থিব জড়

جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا - وكذبوا بايتنا
كذابا - وكل شيء احصينه كتابا - فذوقوا فلن نزيدكم
الا عذابا ع ان للمتقين مفازا - حدايق واعنابا
وكواعب اترابا - وكاسا دهاقا - لا يسمعون
فيها لغوا ولا كذابا - جزاء من ربك عطاء حسابا -
رب السموات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون
منه خطابا ج يوم يقوم الروح والملئكة صفا ط
لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا -
ذالك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه
مابا - انا انذرناكم عذابا قريبا - يوم ينظر المرء
ما قدمت يداه ويقول الكافر يليتني كنت ترابا ع

ব্যতিরেকে যাহা তাহারা কর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মফল স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। নিশ্চয় তাহারা হিসাব নিকাশের ভয় করিত না এবং আমার আয়াত সমূহকে অবিশ্বাস করিত হঠকারিতা সহকারে এবং আমি প্রত্যেক বস্তুই জানিয়া লিখিয়া রাখিয়াছি। অতএব তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর, এখন তোমাদের যন্ত্রণা বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই করিব না।

নিশ্চয়ই ধর্ম্মভীরুদের জন্য সফলতা, প্রাচীর বেষ্টিত বাগান সমূহ, আঙ্গুররাশি এবং সমবয়সী যুবতীবৃন্দ ও পূর্ণ পান পাত্র বিদ্যমান আছে। তাহারা সেখানে অনর্থ ও মিথ্যাবাক্য শ্রবণ করিবে না। ইহা তোমার প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ হইতে প্রতিদান স্বরূপ নির্দ্ধারিত পুরস্কার, যিনি বিশাল আকাশ, ভূতল ও তন্মধ্যস্থ সকল বস্তুর অধীশ্বর, পরম দয়ালু; কেহই তাঁহার সম্বোধনের অধিকারী হইবে না।

যে দিন 'রূহ্' ও ফেরেস্তাগণ ছত্রবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইবে। তাহারা কেহই কথা বলিতে পারিবে না, যে ব্যক্তিকে রহমান অনুমতি দিয়াছেন সেই ব্যক্তি ছাড়া, এবং সে ভাল কথা বলিবে। উহাই সেই নিশ্চিত সত্য দিবস। অতএব যাহার ইচ্ছা নিজ প্রতিপালক প্রভুর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করুক; নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে আসন্ন শাস্তি হইতে সতর্ক করিয়াছি; সে দিন মানুষ দেখিতে পাইবে তাহার হস্তদ্বয় কি সম্বল পাঠাইয়াছে; এবং কাফেরগণ বলিবে, হায়, আমরা যদি মাটি হইয়া যাইতাম!

জীবন যে তাঁহাদের শৈশবের জীবন এবং পৃথিবীটা যে তাহাদের শৈশবের দোলনার মত; একটু চিন্তা করিলেই তাহারা ইহা বুঝিতে পারিত! সুতরাং দোলনার শিশুর প্রতিপালনের জন্য যেমন ধাত্রীর দরকার হয় তেমনি অনন্ত জীবনের শৈশবেও তাহাদিগকে অনন্ত জীবনের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য ধাত্রীস্বরূপ মহাপুরুষগণের দরকার আছে। অতএব আল্লাহ্‌র তরফ হইতে মহাপুরুষ আসিলে তাহাদের অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। তারপর পার্থিব জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য, পৃথিবীকে বাসোপযোগী করিবার জন্য আমি যেমন পর্ব্বতমালাকে সৃষ্টি করিয়াছি যাহা হইতে স্রোতঃস্বতি নির্গত হইয়া এই পৃথিবীকে সঞ্জীবিত রাখে তদ্রূপ মানুষের অনন্ত জীবনকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য বড় বড় আধ্যাত্মিক পাহাড়গুলি সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাদের মধ্য হইতে ঐশীজ্ঞানের স্রোতঃস্বতি নির্গত হইয়া মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে, অনন্ত জীবনকে সজীব ও সঞ্জীবিত রাখে। অতএব এই মহান সংবাদ যাঁহার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে তাঁহাকে কেন অস্বীকার করিতেছ? তারপর ভাবিয়া দেখ, আমি তোমাদিগকে তোমাদের জীবন সফল করিবার জন্য যুগল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি, পুরুষ ও নারীর সংমিশ্রন ব্যতিরেকে তোমাদের এই পার্থিব জীবন ফলবান হয় না; এইরূপ আধ্যাত্ম মহাপুরুষদের সংমিশ্রনে না আসিলে তোমাদের অনন্ত জীবন কখনও ফলবান হইতে পারে না। আরও ভাবিয়া দেখ, রজনী আসিয়া যেমন তোমাদিগকে শান্তিদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে ঢাকিয়া লয়, তারপর দিবসের আগমন তোমাদিগকে কর্ম্মকোলাহল পার্থিব জীবনের উপজীবিকা অর্জ্জনের কর্ম্মক্ষেত্রে টানিয়া লয়, এই রকম আধ্যাত্ম রজনীর অবসানে পুনরায় আধ্যাত্ম দিবাকর উদয় হইয়া আধ্যাত্ম জীবনের অনন্ত

কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে টানিয়া লইবে না কেন? অতএব এই মহান সংবাদে ঘোষিত মহাপুরুষের আগমনে আশ্চর্য্য হইতেছ কেন? তোমাদের এই অন্ধকারময় জীবন-রজনীর কি আর অবসান হইবে না? আরও ভাবিয়া দেখ, আমি তোমাদের এই পার্থিব জীবনকে রক্ষা করিতে আকাশের সপ্তগ্রহের সঙ্গে তোমাদের জীবনকে জড়িত করিয়া দিয়াছি—এবং আকাশের সূর্য্যকে তোমাদের এই পার্থিব জীবনের এক উজ্জ্বল প্রদীপরূপে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আকাশের মেঘমালা হইতে মুষলধারে বারি বর্ষণ করিয়া তোমাদের পার্থিব জীবনকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য শস্য, ঘাস ও বাগান ইত্যাদি উৎপাদিত করিয়াছি। এই রকম তোমাদের অনন্ত জীবনকে রক্ষা ও সঞ্জীবিত করিবার জন্যও আকাশ থেকে ঐশী-বাণীর বারিবর্ষণ করিয়া মহাপুরুষদের সৃষ্টি করিয়া থাকি, তাহাতে তোমাদের মতভেদ করিবার কিছুই নাই। তবে তোমাদের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, কখন এই কথার পরিষ্কার মীমাংসা হইবে যেন মানুষ আর অস্বীকার করিতে না পারে। তবে শুন, পরিষ্কার মীমাংসার দিন নির্দ্ধারিত আছে। উহা সেই দিন, যে দিন ভেরীতে ফুৎকার দেওয়া হইবে। তখন তোমরা দলে দলে আসিয়া সমাগত হইবে। সেই দিন আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হইবে, আকাশ বিভিন্ন দ্বার-বিশিষ্ট হইয়া বিভিন্ন রকমের আজাব ও রহমত পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিবে; মানব-শক্তির বড় বড় পাহাড়গুলিকে সরাইয়া ফেলা হইবে; তখন দেখা যাইবে যে এইগুলি মরীচিকা বই আর কিছুই নয়। তখন বুঝা যাইবে যেন জলন্ত অগ্নিরাশি ধর্ম্মদ্রোহীর জন্য ওৎ পাতিয়া ছিল; এই জলন্ত অগ্নিরাশিই তাহাদের আশ্রয় স্থল হইবে; বহু দিন তাহারা ইহাতে অবস্থান করিবে; কোনরূপ স্নিগ্ধ বস্তু ও পানীয়ের স্বাদ তাহারা পাইবে না, শুধু উত্তপ্ত গরম জল ও দুর্গন্ধময় অসহ্য শীতল জল তাহারা লাভ করিবে, তাহাদের কর্ম্মানুযায়ী সমুচিত প্রতিফল স্বরূপ। তাহারা—তাহাদের জীবনের কাজের যে একটা হিসাব দিতে হইবে—ইহা বিশ্বাস করিত না এবং এইজন্য আমার নিদর্শনগুলিকে অবিশ্বাস করিয়াছে। আমিও তাহাদের প্রত্যেকটি বিষয় গণিয়া লিখিয়া রাখিয়াছি। অতএব এখন তোমরা ইহার স্বাদ গ্রহণ কর, এখন আমি তোমাদের কেবল শাস্তিই বৃদ্ধি করিব।

আর যাহারা ধর্ম্মভীরু, এই মহান সংবাদের গুরুত্ব যাহারা বুঝিবে এবং পূর্ণ হইতে দেখিয়া ইহাকে গ্রহণ করিবে নিশ্চয়ই তাহাদের জন্য সফলতা অপেক্ষা করিতেছে। প্রাচীর বেষ্টিত সুরক্ষিত আধ্যাত্মিক ফলের বাগান ও আঙ্গুর-রাশি তাহাদের জীবনকে শক্তিশালী ও সরস করিয়া তুলিবে। জীবনের যাবতীয় বাসনার সফলতা পূর্ণাঙ্গী ষোড়শীদের মত সমান সমান পূর্ণতা লইয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিবে। পূত প্রেমের পূর্ণ পেয়ালা তাহাদিগকে বিভোর করিয়া রাখিবে। কোন অনর্থ বাক্য ও অসত্য তাহাদের মধ্যে স্থান পাইবে না; ক্রমোন্নতি দানকারী প্রভুর পুরস্কার স্বরূপ তাহারা এই দান লাভ করিবে। যিনি আকাশ, ভূতল ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তুর সৃজনকর্ত্তা, পরম দয়ালু, যিনি আপন হইতেই মানুষকে অনেক কিছু দান করিয়াছেন, সেই প্রভুর বাক্য লাভ করিবার কেহই অধিকারী হইবে না। সেই দিন পবিত্রাত্মাগণ ও ফেরেস্তাগণ ছত্রবদ্ধ হইয়া নূতন আধ্যাত্ম জগৎ সৃজনের কাজে দণ্ডায়মান হইবে। সেই দিন কাহারও আল্লাহ্‌র বাক্য লাভ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। এলহাম হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়া পড়িবে। তবে যাহারা আল্লাহ্‌র বাক্য শ্রবণ করিয়াছে এবং বিবেকের সদ্ব্যবহার করিয়া ভাল কথা ও ন্যায় কথা ছাড়া কোনরূপ অসঙ্গত কথা বলে নাই কেবল তাহারাই প্রভুর সঙ্গে কথা বলিবার অধিকার পাইবে। ঐশীবাণীর দ্বার তাহাদের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইবে না। নিশ্চয়ই সেই দিবস আসিবে। যাহার ইচ্ছা আমার দিকে ফিরিয়া আসিতে পারে। আমি তোমাদিগকে অদূর ভবিষ্যতের এই আজাব হইতে সতর্ক করিতেছি। সেই দিন মানুষ দেখিতে পাইবে ভবিষ্যতের জন্য কে কি সঞ্চয় করিয়াছে। অতীতে যাহা করিয়াছে, ভবিষ্যতে যে তাহাই পাইবে। তখন কাফের বলিবে, হায়রে! আমি যদি মাটি হইয়া যাইতাম, ধূলি-কণার সঙ্গে মিশিয়া যাইতাম, সেই যে ছিল আমার জন্য ভাল!

সৎ-কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন কর

আগামী ১৫ই আগষ্ট সর্ব্বত্র তাহরিক-জদীদের সভা কর

[হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) ৩০শে জুন তারিখের খোৎবার সার-মর্ম্ম]

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

আমি বিগত বৎসর এরূপ সময়ে তাহরিক-জদীদ সংক্রান্ত এক সভা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলাম। এ বৎসরও আমি এ সম্বন্ধে এক সভার 'এলান' (ঘোষণা) করিতে চাই এবং তজ্জন্য আমি ১৫ই আগষ্ট তারিখ নির্দ্ধারণ করিয়াছি। (জুমার ৩০শে জুলাই তারিখ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই দিবস দাওয়াত-ও-তবলীগের নির্দ্ধারিত সভা থাকায় তারিখ পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।)

আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছিলাম যে, এরূপ সভাকে কৃতকার্য্য করিবার জন্য প্রথমতঃ বিভিন্ন মহল্লায় ও বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট সভা করা উচিত, এবং এরূপ ছোট ছোট সভা অন্ততঃ তিনটি হওয়া উচিত—একটি স্ত্রীলোকদের, একটি যুবকদের এবং অপরটী অধিক বয়স্ক লোকদের। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, এক শ্রেণীর লোকের পক্ষে অপর শ্রেণীর লোকের সভায় যোগদান করা নিষিদ্ধ; বরং প্রত্যেক সভায়ই অপর শ্রেণীর লোকও যোগদান করিতে পারে। যথা—যুবকদের এবং পরিণত বয়স্ক লোকদের সভায় ওলেমাগণ যে সকল বক্তৃতা প্রদান করিবেন তাহা যদি স্ত্রীলোকগণ পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া শ্রবণ করেন তবে তাহা কোনরূপ অসঙ্গত হইবে না, বরং ভালই হইবে। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের পক্ষে তাহাদের অবস্থানুযায়ী কতিপয় বিশিষ্ট বিষয় শ্রবণ করা বা করান আবশ্যক, সেই জন্য আমি পৃথক পৃথক সভার প্রস্তাব করিয়াছি। এই সকল সভান্তে ১৫ই আগষ্ট এক বড় সভা হইবে, তাহাতে স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, বালক-বালিকা সকলই যোগদান করিবে, বরং সহরের লোক ছাড়া আশে-পাশের আহমদীগণও তাহাতে যোগদান করিয়া এই তাহ্‌রিকের বিষয় পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারে।

আমি একথাও 'এলান' করিয়া দিতে চাই যে, অনেক বন্ধু ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, জুন বা জুলাই মধ্যে প্রতিশ্রুত টাকা সম্পূর্ণ আদায় করিয়া দিবেন। তদনুসারে সকল জমাতেরই তাহরিক করা উচিত যেন ১৫ই আগষ্ট মধ্যে সকল প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়, যেন প্রতিশ্রুতি দাতাগণ পুণ্যে ছয় মাস অগ্রগামী হইতে পারে। টাকা যাহা দিবার তাহা তো দিতেই হইবে। কিন্তু যিনি নির্দ্ধারিত সময়ে বা তৎপূর্ব্বেই দিয়া ফেলেন তিনি অধিক পুণ্যের ভাগী হন।

আমি কয়েক বারই বলিয়াছি যে, যে ব্যক্তি মনে করে যে, শেষ মুহূর্ত্তে ওয়াদা পূর্ণ করিয়া দিবে, সে কখনো নিজ অভিষ্টে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। এরূপ লোক সাধারণতঃই অকৃতকার্য্য থাকিয়া যায় এবং তাহাদের কাজে শৈথিল্য জন্মে। তাহাদের দৃষ্টান্ত সেই সকল লোকদের মত যাহারা শেষ মুহূর্ত্তে নামাজ আদায় করিয়া ফেলিবে বলিয়া মনে করে, এবং এইরূপে অনেক সময়ই নামাজ হইতে বঞ্চিত থাকে; তাহারা অপেক্ষাই করিতে থাকে, অথচ সূর্য্য উদিত হইয়া যায়, কিম্বা আসরের সময় সূর্য্য ডুবিয়া যায়।

অতএব সময় মত পুণ্য কার্য্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করা উচিত এবং পুণ কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র করা উচিত। আমি অনেক বারই এই দৃষ্টান্তটি দিয়াছি যে, জনৈক 'মোথলেস' (খাটি) সাহাবী যুদ্ধে যাওয়ার সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার সঙ্গতি রাখা সত্ত্বেও কেবল এই ধারণায় বিলম্ব করিতেছিলেন যে, পরে সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া নিবেন; কিন্তু পরে এরূপ বাধা উপস্থিত হইল যে, আর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেই পারিলেন না এবং ফলে জেহাদের পুণ্য হইতে বঞ্চিত রহিলেন এবং খোদা ও রসুলের অসন্তুষ্টির পাত্র হইয়া জমাত হইতে পৃথক হইলেন। এরূপ তিন জন সাহাবীকে রসুল করীমের (সাঃ) আদেশে বয়কট করা হইয়াছিল। তাহাদের ঘনিষ্টতম বন্ধুগণও তাহাদিগকে বয়কট করিয়াছিল; বরং কাহারো কাহারো স্ত্রীও তাহাদিগকে বয়কট করিয়াছিল। সাধারণ মোসলমানগণ তাহাদের সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা, তাহাদের সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত করাও পছন্দ করেন নাই। এই সব কেবল এই জন্য হইয়াছিল যে, তাহারা পুণ্য কার্য্য সম্পাদনে শৈথিল্য করিয়াছিল।

বস্তুতঃ পুণ্য কার্য্যে যখন কেহ বিলম্ব করে, তখন যদি তাহার মধ্যে অহঙ্কার ও আত্ম-শ্লাঘার ভাব জন্মে তবে আল্লাহ্‌তা'লা পরে তাহাকে পুণ্য হইতেও বঞ্চিত করিয়া

দেন, আর যদি তাহা নাও হয়, তবে পুণ্য অর্জ্জনে অন্ততঃ বিলম্ব তো ঘটেই।

আল্লাহ্‌তা'লা কোরান শরীফে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি খোদাতা'লার পথে খরচ করে এবং তাঁহাকে কর্জ্জ দেয়, খোদাতা'লা তাহা বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দেন। ইহা অসম্ভব যে, কেহ খোদাতা'লার পথে খরচ করিয়া অধিক পাইবে না। ক্ষেতে বীজ বপন করিলে যেমন তাহার প্রত্যেকটি 'দানা' হইতে ৭০টি করিয়া 'দানা' নির্গত হয়, তদ্রূপ কেহ খোদাতা'লার পথে কোরবানী করিলেও একটির পরিবর্ত্তে সত্তরটি, বরং তদপেক্ষাও অধিক প্রাপ্ত হয়।

পরকালের 'নেয়ামত' বা আশীষের তুলনায় এই দুনিয়ায় 'নেয়ামত' কিছুই নয়। এখানে একটির পরিবর্ত্তে সত্তরটি, বরং সাত শত পাইলেও তাহা তত হিতকর হইতে পারে না। কেননা, ইহাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ। মানুষের বয়স যদি গড়ে ৭০ বৎসর ধরিয়া নেওয়া যায়—যাহা এই যুগে অসম্ভব—ভারতে গড় বয়স ত্রিশ, বরং সাতাইশ বলিয়া ধরা হয়, যাহা হউক, তর্কের স্থলে সত্তর বৎসর ধরিয়া নিলেও ইহা মৃত্যুর পর পারের সেই অসীম অনন্ত কালের জীবনের তুলনায় কিছুই না। এ জগতে এই সকল নেয়ামত কি কাজে আসিতে পারে? এই সসীম সময়ের মধ্যে ইহাদের দ্বারা কি উপকার লাভ করা যাইতে পারে? ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ—যেমন কোন ব্যক্তিকে বলা হইল, "তুমি এই পান্থশালায় আরাম ভোগ করিতে পার; আর ইহাও হইতে পারে যে, গন্তব্য স্থলে পৌছিলে তুমি এবং তোমার স্ত্রী-পুত্রের জন্য চির-জীবনের আরামের বন্দোবস্ত হইবে। এই দুই প্রকার আরামের কোন্‌টি তুমি পছন্দ কর?" প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই গন্তব্য স্থলে পৌছিয়া চির-জীবনের জন্য আরাম লাভ করাকেই পছন্দ করিবে। মানুষকে যখন এরূপ এক জীবন অতিক্রম করিতে হইবে যাহাকে কোরান করীম—ابدا। এবং خلدا —অর্থাৎ চিরস্থায়ী ও অনন্ত বলিয়াছেন, তদবস্থায় এরূপ চিরস্থায়ী ও অনন্ত জীবনের সুখ উপেক্ষা করিয়া এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখকে অধিকতর পছন্দ করা মুর্খতা বৈ আর কি হইতে পারে? কিন্তু তথাপি কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি কোরবানী করার পর এই জীবনেই আর্থিক দিক দিয়া লাভবান হইবার আশা করে। ফলে এই আর্থিক লাভ না হইলে, তাহারা পুণ্য কাজ হইতেও বঞ্চিত থাকে। কারণ তাহারা এরূপ জিনিষকে পুরস্কার মনে করে, যাহা প্রকৃত পুরস্কার নয়।

প্রকৃত কথা এই যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির সম্মুখে যদি পেশ করা হয় যে, সে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের পুরস্কার গ্রহণ করিবে, না কি, পরকালের অসীম আশীষ-সমূহ গ্রহণ করিবে, তবে সে নিশ্চয়ই পরকালের আশীষকে অধিকতর পছন্দ করিবে।

যে ব্যক্তি ইহকালের পুরস্কারকে অধিকতর পছন্দ করে তাহার দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে কোন বক্তার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিল। বক্তা নামাজ পড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ব্যক্তি বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বক্তৃতা তো বেশ করিয়াছেন; কিন্তু বলুন তো নামাজ পড়িলে কি লাভ হইবে?" বক্তা তাড়াতাড়িতে আর কোন উত্তর চিন্তা করিতে না পারিয়া শুধু এই বলিয়া দিলেন যে, নামাজ পড়িলে 'নুর' (জ্যোতিঃ) লাভ হইবে। ফলে সেই ব্যক্তি নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিয়া চারি ওয়াক্তের নামাজ পড়িল। প্রাতঃকালীন নামাজের সময় শীত অধিক ছিল। সে ভাবিল, বক্তা তো তৈয়ম্মমের বিধানও বর্ণনা করিয়াছিলেন, সুতরাং এখন "তৈয়ম্মম" করিয়াই (অর্থাৎ জল স্পর্শ না করিয়া বিশুদ্ধ মাটির সাহায্যে পবিত্র হইয়া) নামাজ পড়িয়া নেই। সে 'তৈয়ম্মম' করিবার উদ্দেশ্যে হস্ত প্রসারিত করিলে তাহার হাত দৈবক্রমে 'তাওয়ার' (রুটী সেকিবার পাত্রের) উপর পতিত হয় এবং সে তদ্বারাই মুখ ও হাত মুছিয়া নেয়। এইরূপে পাঁচ নামাজ সম্পাদনের পর সে ভাবিল যে, এখন তাহার 'নূর' লাভ হইয়া থাকিবে। একটু আলো হইলে সে তাহার স্ত্রীকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ তো কোন 'নূর' আসিয়াছে কি না"। স্ত্রী তাহার মুখের প্রতি তাকাইয়া বলিল, 'নূর' কি জিনিষ তাহাতো আমি জানি না; যদি কালো কালো কোন জিনিষ হইয়া থাকে, তবে তো বহু আছে"। সেই ব্যক্তি তখন নিজ হাতের প্রতি, তাকাইল। তাহার হাত যেহেতু তাওয়ার উপর পতিত হইয়াছিল তাই উহা অত্যন্ত কাল হইয়া পড়িয়াছিল। নিজ হাতের প্রতি তাকাইয়া সে বলিল, "নূর যদি কালো-ই হইয়া থাকে তবে তো গাট্‌রি গাট্‌রি 'নুর' আসিয়াছে।"

খোদার পথে কোরবানী করিয়া যাহারা এই দুনিয়াতেই প্রতিদান চায় তাহাদের দৃষ্টান্তও এইরূপ। তাহারা পাঁচ নামাজ

সম্পাদন করিয়া আশা করে যে, তাহাদের চেহারায় নূরের লক্ষণ প্রকাশিত হইবে। তাহারা একথা ভাবে না যে, এই দুনিয়ার জীবন তো কোন না কোন রূপে কাটিয়াই যায়, কিন্তু সেই অসীম জীবন কেমন করিয়া চলিবে যথায় সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়—মাতা সন্তান হইতে, সন্তান মাতা হইতে, স্বামী স্ত্রী হইতে এবং স্ত্রী স্বামী হইতে, ভগিনী ভগিনী হইতে এবং ভাই ভাই হইতে কোন রূপ সাহায্যের প্রত্যাশা করিতে পারে না—যখন প্রত্যেক ব্যক্তি ভয়ে কাঁপিতে থাকিবে—যখন কেহ কাহারো সাথী হইবে না—যখন মানুষ আক্ষেপ করিয়া বলিবে, হায়! আজ যদি আমার ধনাগারে কিছু থাকিত এবং আমার কাজে আসিত—যখন মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত থাকিবে এবং কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইবে। এরূপ সময় যদি খোদাতা'লার ফেরেস্তা আসিয়া কাহাকেও বলে, "এই পাথেয় খোদাতা'লার নিকট হইতে তোমার জন্য আসিয়াছে,"—তবে এই পুরস্কার উত্তম হইবে, না কি, এখানকার জীবনে ধর্ম্ম-পথে ব্যয়িত অর্থের প্রতিদানে প্রত্যেকটির পরিবর্ত্তে সত্তরটি করিয়া পাওয়া উত্তম হইবে?

চাঁদা-দাতাদের চাঁদার গড় জন-প্রতি তিন টাকা হয়। তাহাকে সত্তর দ্বারা গুণ করিলে বৎসর ২১০৲ টাকা হয় এবং মাসিক সতর টাকা কয়েক আনা হয় এবং ইহা প্রকাশ্যতঃই কোন বড় ধন নহে। বোম্বাই এবং কলিকাতায় এরূপ ভারতবাসীও আছে যাহারা মাসিক লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে; অথচ ভারতবর্ষ একটি অনুন্নত দেশ। ইহার তুলনায় মাসিক সতর টাকা কিছুই না। কিন্তু এই মামুলি জিনিষের পরিবর্ত্তে যদি সেই জিনিষ লাভ হয় যাহার মূল্যের কোন অনুমানই করা যায় না এবং যাহা এরূপ দুঃখের সময় লাভ হয় যখন প্রত্যেক ব্যক্তি বিপদে পতিত হইয়া বলিবে—"হায়! আমার ধন-সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, বা অর্দ্ধাংশ বা সম্পূর্ণ নিয়াও যদি আমাকে এই আযাব হইতে কিছু দেওয়া হইত"—তবে ভাবিয়া দেখ, ইহা কত বড় পুরস্কার! কোরান করীমে আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন যে, কেয়ামতের দিন কাফেরগণ বলিবে, "হায়! আমাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তিও যদি নিয়া যাওয়া হইত এবং কোন সোওয়াবও লাভ না হইত, কিন্তু এই আজাব হইতে মুক্তি লাভ হইত!"

অতএব যাহাদের মামুলি কোরবাণীর প্রতিদানে আল্লাহ্‌তা'লার নিকট হইতে এই সোয়াবের ওয়াদা রহিয়াছে তাহারা যদি সেই সোয়াবের তুলনায় এই দুনিয়ার মামুলি লাভকে অধিকতর পছন্দ করে তবে তাহাদের অজ্ঞতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু এরূপ কয়েক অজ্ঞ ব্যক্তিই আছে যাহারা মামুলি কোরবানী করার পর এই দুনিয়াতেই 'নাকা' বা লাভ চায় এবং কিছু লাভ না হইলে মনে করে যে, তাহাদিগকে ধোকা দেওয়া হইয়াছে; তাহাদের দ্বারা কোরবানী করান হইয়াছে, অথচ কোন প্রতিদান দেওয়া হয় নাই। তাহাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যে বলে, "শিক্ষক তো আমার নিকট হইতে চারি টাকা করিয়া ফিস নিয়াছেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমাকে কিছুই দেন নাই"। সে একথা বুঝে না যে, শিক্ষক তাহাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন তাহা চারি কোটি টাকা হইতেও মূল্যবান। যে ছাত্র ফিসের প্রতিদানে শিক্ষক হইতে টাকা পাইবার আশা করে সে কখনো প্রীত ও সন্তুষ্ট হইতে পারে না। পক্ষান্তরে যে ছাত্র মনে করে যে, ফিসের প্রতিদানে সে যে ধন লাভ করিবে তাহা জেবে নয় বরং হৃদয়ে সঞ্চিত হইবে, সে সাগ্রহে বিদ্যা অর্জ্জন করিবে। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, দুনিয়াতে যে লাভ হয় তাহা আখেরাতের (পরকালের) লাভের তুলনায় কোন অস্তিত্বই রাখে না।

দুনিয়ার রীতি এই যে, কেহ যদি বেঙ্ককে নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই টাকা আদায় করিয়া দেয় তবে সে 'discount' (বাটা) পায়। যথা টাকা আদায়ের মেয়াদ যদি ৩০ শে জুলাই হয় এবং সেই ব্যক্তি ৩০ শে জুন টাকা আদায় করিয়া দেয় তবে ব্যাঙ্ক তাহাকে শত করা আট আনা বা চারি আনা 'ডিসকাউন্ট' দিবে—অর্থাৎ মেয়াদের পূর্ব্বে আদায় করার জন্য তাহাকে লাভ দিবে। আল্লাহ্‌তা'লারও এই ব্যবহার। যে ব্যক্তি সময় মতো শীঘ্র শীঘ্র নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়া দেয় আল্লাহ্‌তা'লা তাহাকে নিশ্চয়ই ডিসকাউন্ট দেন। ব্যাঙ্ক যদি সীমাবদ্ধ ধনের অধিকারী হইয়াও 'ডিস্‌কাউন্ট' দিতে পারে তবে ইহা কেমন করিয়া ধারণা করা যাইতে পারে যে, আল্লাহ্‌তা'লা অনন্ত ধনের অধিকারী হইয়া এক ব্যক্তিকে নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা সত্ত্বেও 'ডিস্‌কাউন্ট' দিবেন না? তিনি 'ডিস্‌কাউন্ট' দিবেন এবং নিশ্চয়ই দিবেন! কিন্তু তাহা স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার আকারে হইবে না, বরং 'নূর' (স্বর্গীয় জ্যোতিঃ) ও 'বরকত' (স্বর্গীয় আশীষ) রূপে হইবে।

হজরত মসিহ নাসেরীর (আঃ) নিকট লোক যাইয়া বলিত, "রোমের বাদশাহ্‌ আমাদের নিকট 'জেজিয়া' কর চায়, আমরা তাহা দিব, কি না দিব?" এই প্রশ্ন করায় তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, 'ফেৎনা' সৃষ্টি করা। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, যদি তিনি দিতে নিষেধ করেন তবে তাহারা দুষ্টামি করিবার সুযোগ পাইবে এবং বলিতে পারিবে যে, এই ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের বিদ্রোহী। পক্ষান্তরে যদি দিতে বলেন তবে তাহারা একথা বলিতে পারিবে যে, "তুমি যে খোদাতা'লার নবী এবং ইহুদীদের বাদশাহ্‌ হইবার দাবী কর তাহা কেমন করিয়া সত্য হইতে পারে?" তাহাদের ধারণায় তাহারা খুব চালাকি করিয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল যে, এই ফাঁদে তিনি ধরা পড়িবেন, কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাইসর কি চান?" তাহারা মুদ্রা বাহির করিয়া বলিল, "এই জিনিষ চান"। বোধ হয়, তখনকার মুদ্রায়ও বাদশাহের কোন না কোন চিহ্ন নিশ্চয়ই থাকিত। তিনি সেই মুদ্রায় কাইসরের ছবি বা অন্য কোন লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, "ইহা কাইসারের, ইহা তাঁহাকে দিয়া দাও, এবং আল্লাহ্‌তা'লার আনুগত্যের ট্যাক্‌স্‌ আল্লাকে দাও"।

আল্লাহ্‌তা'লার মুদ্রা অন্য রূপ, এবং তিনি সেই মুদ্রায়ই প্রতিদান দিয়া থাকেন। অবশ্য ইহা পৃথক কথা যে, তিনি বান্দাগণের বিপদ দেখিয়া তাহাদিগকে কখন কখন পার্থিব লাভও দিয়া থাকেন এবং এই দুনিয়ায়ও 'ফজল' (বিশেষ অনুগ্রহ) করিয়া থাকেন। সহস্র সহস্র আহমদী এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। হজরত খলিফা আওয়াল (রাঃ) বলিতেন যে, একবার তিনি মক্কায় ছিলেন, তখন কিছু টাকার আবশ্যক পড়িয়াছিল। তখন তিনি শিক্ষার্থী ছিলেন। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনও কম হয়, সুতরাং তাঁহার দশ পনর টাকারই আবশ্যক ছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি মনে মনে এই স্থির করিয়াছিলেন যে, কাহারো নিকট হইতে চাহিবেন না। তাই জায়-নামাজ বিছাইয়া নামাজ পড়িতে লাগিলেন। নামাজান্তে জায়-নামাজ উঠাইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে দেখিলেন জায়-নামাজের নীচে একটি পাউণ্ড (অর্থাৎ, প্রায় পনর টাকা মূল্যের স্বর্ণ মুদ্রা) পড়িয়া রহিয়াছে। এই মুদ্রা পূর্ব্ব হইতেই তথায় পড়িয়া থাকুক, বা কাহারো জেব হইতেই নির্গত হইয়া তথায় যাইয়া গড়াইয়া পড়ুক, কিম্বা ফেরেস্তাই তাহা তথায় রাখিয়া দিয়া থাকুক, মোটের উপর, আল্লাহ্‌তালা তাঁহার বিপদ দেখিয়া এইরূপে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

আমি আমার নিজের একটি ঘটনাও কয়েক বার শুনাইয়াছি। আমি একবার 'সফর' বা ভ্রমণে ছিলাম। কোন আধ্যাত্মিক প্রেরণায়, যাহা বর্ণনার আবশ্যক নাই, আমার ইচ্ছা হইল, এখানে যদি আমি একটি টাকা পাইতাম। আমরা ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছিলাম। কতিপয় আহমদী ভ্রাতাও আমার সঙ্গে ছিলেন। সামনে একটি গ্রাম ছিল, তথায় কতিপয় লোককে দাঁড়ান অবস্থায় দেখা গেল। আমার সঙ্গিগণ বলিলেন যে, এই গ্রামের সর্দ্দার আমাদের বিরুদ্ধাচারী এবং সে-ই তাহার সঙ্গিগণ সহ তথায় দাঁড়াইয়া আছে। ইহারা আহমদীগণকে প্রহার করে. এমন কি, তাহাদের গ্রামের নিকট দিয়া কোন আহমদীকে যাইতেও দেয় না। আমার কোন কোন কোন বন্ধু আমাকে পরামর্শ দেন যে, গ্রামের বাহিরে বাহিরে থাকিয়া চলা উচিত, যেন তাহারা কোনরূপ গালিগালাজ করিতে না পারে। এইরূপ বলিতে বলিতে গ্রাম নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল। আমি সেই সর্দ্দারের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলে সর্দ্দার দৌড়াইয়া আসিয়া আমাকে একটি টাকা পেশ করিল।

প্রথমতঃ আল্লাহতা'লা জমাতকে শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিষয় আমার হৃদয়ে উদিত করিলেন এবং নিজ মহব্বত প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমার মুখে একটি টাকার যাচ্ঞা করাইলেন; দ্বিতীয়তঃ জমাতের বন্ধুগণের হৃদয়ে এই অনুভূতি জন্মাইলেন যে, ইহা শত্রুর গ্রাম। পরে এই গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রুর দ্বারাই এই 'নেশান' বা ঐশী সাহায্যের নিদর্শন পূর্ণ করিলেন।

ইহা খোদাতা'লার সাহায্যের এক নিদর্শন ছিল এবং এই নিদর্শন দ্বারা তিনি এই শিক্ষা দিলেন যে, খোদাতা'লা যখন ইচ্ছা এবং যথা হইতে ইচ্ছা দান করিতে পারেন।

আমার স্মরণ আছে, হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) যখন একবার বাগে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তিনি একদা মাতা সাহেবানীকে বলেন (তখন আমিও সন্নিকট ছিলাম), "আজকাল অর্থের বড় অনটন, লঙ্গরখানার খরচ অনেক বাড়িয়া চলিয়াছে। আমার ইচ্ছা হয়, কোন বন্ধু হইতে কর্জ্জ নেই"। সেই দিবসই যখন তিনি 'জুহর' বা আসরের নামাজের জন্য বহির্গত হন এবং নামাজ সম্পাদন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন এক দরিদ্র ব্যক্তি, যাহার কাপড়ও ছেঁড়া ছিল, তাঁহার হাতে একটি

থলিয়া দিলেন। সেই ব্যক্তির কাপড় এত ছেঁড়া ছিল যে, তিনি তদ্দর্শনে ভাবিয়াছিলেন যে, উহাতে কয়েক পয়সা মাত্র হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাতে সোয়া দুই শত টাকা ছিল। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলেন, "আমি এইমাত্র কর্জ্জ গ্রহণ করার কথা মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু খোদাতা'লা স্বয়ং অভাব পূরণ করিয়া দিলেন"।

বস্তুতঃ খোদাতা'লা কখন কখন এই দুনিয়াতেও তাঁহার বান্দাগণের অভাব মোচন করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার এক বাড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য টাকার আবশ্যক পড়ে। আমি অনুমান করিয়া দেখিলাম যে, বাড়ী প্রস্তুতের জন্য এবং তখনকার আরো কতিপয় প্রয়োজনের জন্য দশ হাজার টাকা আবশ্যক। আমি ভাবিলাম, সম্পত্তির কতকাংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিব, কিম্বা কাহারো নিকট হইতে কর্জ্জ লইব। ইতিমধ্যে এক বন্ধুর চিঠি আসিল, "আমি ছয় হাজার টাকা পাঠাইতেছি"। অতঃপর আরো চারি হাজার টাকা বাকী রহিল। জনৈক তহসিলদার বন্ধু চিঠি লিখিলেন, "আমি স্বপ্নে দেখি, হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) আগমন করিয়াছেন এবং বলিতেছেন, 'আমার দশ হাজার টাকার আবশ্যক ছিল। তন্মধ্যে ছয় হাজার তো সংগ্রহ হইয়াছে, অবশিষ্ট চারি হাজার তুমি পাঠাইয়া দাও'। আমি ইহার অর্থ কিছুই বুঝিলাম না। আপনার ব্যক্তিগত বা সিলসিলার কোন প্রয়োজন যদি উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে আমার নিকট চারি হাজার টাকা জমা আছে, তাহা পাঠাইয়া দিব।" আমি তাঁহাকে লেখিলাম, "বাস্তবিক অবস্থা তো তাহাই"।

এইরূপে টাকা সংগ্রহ হইল। প্রয়োজন আমার ছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা ইহা আমার মুখে না বলাইয়া হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) মুখে বলাইলেন। আমার যে দশ হাজার টাকার আবশ্যক এসম্বন্ধে তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না এবং ছয় হাজার টাকা যে সংগ্রহ হইয়াছে এবং আরো চারি হাজার বাকী আছে তাহাও তিনি জানিতেন না, এবং আমিও জানিতাম না যে, তাঁহার নিকট টাকা আছে। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং ইহার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন।

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তা'লা কখন কখন এরূপ অভাব স্বয়ং পূরণ করিয়া দেন। তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধুগণের সহিত এরূপ ব্যবহার সাধারণ ভাবে করা হইয়া থাকে এবং তাঁহার সাধারণ বান্দাগণের সহিত এরূপ ব্যবহার মাঝে মাঝে হইয়া থাকে। কিন্তু সকলের জন্যই প্রকৃত সাহায্য আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতেই হয়। যদিও আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে এই দুনিয়াতেও প্রতিদান লাভ হয়, কিন্তু তাহা প্রকৃত প্রতিদানের তুলনায় অতি কম। অধিকাংশ প্রতিদান পরকালেই লাভ হয়। পরকালের প্রতিদানের মূল্য তিনিই বুঝেন যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। অপর লোক তাহা বুঝিতে পারে না। অজ্ঞের দৃষ্টিতে তাহা তুচ্ছ, কিন্তু যিনি তাহার মূল্য বুঝেন, তাহার নিকট উহা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বস্তু আর কিছুই নাই।

এই যে সাহাবাগণের কথা আমি উল্লেখ করিয়াছি, যাহারা যুদ্ধে যোগদান হইতে বঞ্চিত ছিলেন, তাহাদের এক জন আর্থিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন নাই। তাঁহার নিকট রসুল করীমের (সাঃ) অসন্তোষের তুলনায় ধন-দৌলতের কোন মূল্যই ছিল না। তিনি ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, আল্লাহতা'লা যদি তাঁহাকে মাফ করিয়া দেন তবে তিনি সমস্ত 'দৌলত' তাঁহারই পথে উৎসর্গ করিয়া দিবেন। রসুল করীম (সাঃ) যখন তাঁহার ক্ষমার 'এলান' (ঘোষণা) করেন তখন তিনি সমস্ত ধন-সম্পত্তি খোদাতালার পথে দান করিয়া দেন। এমন কি, পরিধানের কাপড়ও দিয়া ফেলেন এবং স্বয়ং কর্জ্জ করিয়া কাপড় প্রস্তুত করিয়া পরিধান করেন। রসুল করীমের (আঃ) সন্তোষের তুলনায় তাঁহার নিকট সমস্ত ধনসম্পত্তিরও কোন মূল্য ছিল না।

অতএব আমি তাহরিক করিতেছি, বন্ধুগণ চেষ্টা করুন যাহাতে নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই তাহরিক-জদীদের ওয়াদা পূর্ণ হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইহার (তাহরিক-জদীদের) অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও মনোনিবেশ করা উচিত। কারণ, সেইগুলিও অতি জরুরী এবং জাতীয় চরিত্র গঠনে অতি সহায়। যথা—নিমন্ত্রণ, জুমা বা ঈদের উপলক্ষ ছাড়া সর্ব্বদা এক খাদ্য খাওয়া। বস্তুতঃ তাহ্‌রিক-জদীদের অন্যান্য যাবতীয় শর্ত্তও পূর্ণ করার জন্য জমাতের যত্নবান হওয়া উচিত। এই যে এক খাদ্য খাওয়ার তাহরিক ইহা এত গুরুত্ব-পূর্ণ যে, যাঁহারা ইহা পালন করিয়াছেন তাঁহারা জানেন ইহাতে কত 'ফায়দা' বা কল্যাণ নিহিত আছে।

স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন কোন ছোট ছোট বিষয়ও মহা ফল-প্রসূ হয়। কংগ্রেসীদের উপর যখন মোকদ্দমা চলে এবং গান্ধিজীও গ্রেফ্‌তার হন তখন তিনি ঘোষণা করেন যে, মোকদ্দমায় তিনি কোন 'ডিফেন্‌স্' বা জওয়াব দিবেন না এবং তিনি আরো

বলেন যে, সকল কংগ্রেসীদের পক্ষেই এরূপ করা উচিত। সাধারণ লোক, এমন কি, ইংরাজগণও মনে করিয়াছিলেন যে, তাহারা জিদ করে। বস্তুতঃ, তাহা কোন জিদ ছিল না। বরং এই সামান্য বিষয়টির মধ্যে বহু কল্যাণ নিহিত ছিল। আমার ধারণা বরং এই যে, অনেক কংগ্রেসীও ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। প্রকৃত কথা এই যে, যদি ডিফেন্স্ করিবার অনুমতি দেওয়া হইত তবে গান্ধিজীর জন্য তো দেশের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ—যথা সার সাপ্রু ও মিষ্টার জয়কার ইত্যাদি—একত্রিত হইতেন এবং যে সকল গরীব লোক গ্রেফ্‌তার হইয়াছিল তাহাদের ডিফেন্সের জন্য কেহই যাইত না। তাই গান্ধিজি ভাবিলেন যে, এই ভাবে অশান্তি সৃষ্টি হইবে এবং গরীব লোকগণ মনে করিবে যে, বড় বড় লোকদের জন্য এত এন্তেজাম ও ব্যবস্থা করা হয়, গরীব লোকদিগকে কেহ জিজ্ঞাসাও করে না। দ্বিতীয়তঃ সকলের জন্যই যদি বড় বড় উকীল নিযুক্ত করিতে হয় তবে তাহাও হইয়া উঠিবে না। এইরূপে গরীব লোকদিগের পক্ষে দোষারোপ করিবার কারণ সৃষ্টি হইবে। সেই দোষারোপ যতই অসঙ্গত হউক না কেন, কিন্তু লোক ইহাই বলিবে যে, গরীবদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করে না। এইরূপে গরীবদের জন্য বহু খরচ করা সত্ত্বেও তাহাদের শেকায়ত থাকিয়া যাইত।

আমরা এখানে আমাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় 'ডিফেন্স্' বা জওয়াব দিবার অনুমতি দিয়াছিলাম। ইহাতে যদিও আমরা কোন ভুল করি নাই, বরং এক বিশেষ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই তাহা করিয়াছিলাম, কিন্তু তথাপি যাহারা জানিবার তাহারা জানেন, ইহাতে আমাদের কত খরচ হইয়াছিল। কোন মোকদ্দমায় এক শত টাকা, কোন মোকদ্দমায় চারি শত টাকা খরচ হইয়াছে। প্রত্যেক মোকদ্দমায় বহু সাক্ষী উপস্থিত করিতে হইয়াছে, বহু দলীল-প্রমাণাদি উপস্থিত করিতে হইয়াছে। আমরা যদি জওয়াব না দিতাম তবে এক পয়সাও খরচ হইত না। শুধু হাজির হইয়া বলিয়া দিতাম যে, যাহা করিবার করুন।

গান্ধিজী তাহাই করিলেন এবং ইহাতে সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া আন্দোলন আরম্ভ হইল। সাধারণ লোকগণ মনে করিল গবর্ণমেণ্টকে বয়কট করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হইয়াছে; অথচ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যেন ছোট-বড় ও ধনী-দরিদ্রের কোন প্রশ্ন না উঠে এবং টাকা পয়সা খরচ না হয়। হাজার হাজার মোকদ্দমা হইয়াছিল। যদি টাকা খরচ করা হইত তবে অগণিত টাকা খরচ হইত, অথচ দেশে জাগরণও সৃষ্টি হইত না।

তদ্রূপ খদ্দর পরিধাণের তাকিদও এরূপই একটি বিষয়। এস্থলে কেহ হয়তো আমাদিগকে প্রশ্ন করিতে পারে,—"খদ্দর পরিধান যদি হিতকর হইয়া থাকে, এবং ইহা তোমাদের সরল পোষাক পরিধানের তাহরিকেরই অন্তর্গত, তবে কেন তোমরা ইহা পালন কর না?" এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, তাহাদের (অর্থাৎ কংগ্রেসীদের) নীতিই একরূপ এবং আমাদের ধর্ম্ম-বিধানই এক রূপ। গান্ধিজী এরূপ তাহ্‌রিকই (আহ্বান) করিয়াছেন যাহা তাঁহার ধারণা অনুযায়ী দেশের জন্য কল্যাণকর এবং আমি যে তাহরিক করিয়াছি তাহা ইসলাম ও সিলসিলার কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করিয়াছি। সুতরাং আমাদের পরিকল্পনায় বৈষম্য হওয়া স্বাভাবিক। আমার লক্ষ্য রহিয়াছে ইসলামের গৌরব ও সিলসিলার উন্নতির প্রতি এবং গান্ধিজীর লক্ষ্য হইল, ভারতবর্ষের উন্নতির প্রতি। কাজেই উভয়েরই প্রতিকার ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইবে।

আমি যে, এক খাদ্য খাওয়ার, সাদাসিদে পোষাক পরিবার ও হাতে 'মেহনত' করিবার তাহরিক করিয়াছি, ইহা কোন সামান্য বিষয় নহে। এই সকল বিষয়ে এত কল্যাণ নিহিত আছে যে, ইহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে বক্তৃতা করিলে শত শত ঘণ্টা ব্যাপিয়া বক্তৃতা করা যায়। আর যদি জমাত ইহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখে তবে অদূর ভবিষ্যতে এক মহা পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে। জমাত এ সব বিষয় যতই 'আমল' (পালন) করিতেছে ততই ইহাদের উপকারিতা উপলব্ধি করিতেছে।

আমি কয়েকটি রিপোর্ট পাইয়াছি যে, অন্যান্য লোকগণও এ সব বিষয় পালন করিতেছে। বহু গয়ের-আহমদী সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রীলোকগণ এই সকল বিষয় নিজ নিজ ঘরে প্রচলিত করিতেছেন এবং এগুলিকে অত্যন্ত পছন্দ করিয়াছেন।

সম্প্রতি যখন চিফ্ জাস্‌টিস্ মহাশয় এখানে আগমন করেন তখন তিনি এই তাহরিকের কথা শুনিয়া ইহাকে অত্যন্ত পছন্দ করিয়া বলেন, "আপনাদের উচিত ছিল যে, আমার জন্যও এক থাল্লই প্রস্তুত করেন"। আমি বলিলাম, "আমি আপনার অভ্যাস অবগত ছিলাম না"। তিনি বলিলেন, "আমি তো সরলতা অত্যন্ত পছন্দ করি"।

বস্তুতঃ এই তাহ্‌রিক এত কল্যাণকর যে, অন্যান্য লোকগণও ইহার উপকারিতা স্বীকার করিতেছেন এবং হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান, এশিয়াবাসী এবং এশিয়ার বাহিরের লোক সকলই ইহার প্রতি

আকর্ষিত হইতেছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, লোক অধিক খাদ্য ছাড়িতে প্রস্তুত, সরল পোষাকও পরিতে প্রস্তুত, কিন্তু সিনেমা বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নহে। আমার ভগ্নি শিমলা গিয়াছিলেন। তিনি শুনাইয়াছেন যে, কোন কোন সম্ভ্রান্ত বংশের স্ত্রীলোকগণ এই তাহ্‌রিককে অত্যন্ত পছন্দ করেন, কিন্তু কেবল এই কথা বলেন যে, সিনেমা বর্জ্জন করা কঠিন।

বস্তুতঃ সাধারণ ভাবে লোক-মধ্যে এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এমন কি, বিভিন্ন কমিটি এবং সমিতিতে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় জমাত এখনো ইহা পূর্ণ ভাবে বুঝিতে ও পালন করিতে যত্নবান হয় নাই। প্রকৃত কথা এই যে, পূর্ণ জ্ঞান হইতে পূর্ণ আনুগত্য জন্মে। অতএব এই সকল সভায় বক্তাগণ উত্তমরূপে লোকদিগকে এই তাহরিকের উপকারিতা ব্যক্ত করিয়া বুঝাইয়া বলিবেন এবং চেষ্টা করিবেন যেন প্রত্যেক বৎসরের বক্তৃতায় নূতন নূতন বিষয় ও নূতন নূতন তত্ত্ব বর্ণিত হয়। আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে, পূর্ব্বের কথা সবই উপেক্ষা করিতে হইবে এবং কিছুই বলিতে হইবে না। এরূপ করিলে আত্ম-হত্যা করা হইবে। সুতরাং পূর্ব্বের কথাও বলিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বিষয়ও বর্ণনা করিতে হইবে। নূতন বিষয় নূতন স্পৃহা জন্মায়। অতএব উভয় দিকই লক্ষ্য রাখিতে হইবে—অর্থাৎ নূতন কথাও বর্ণনা করিতে এবং পুরাতন কথাও বলিতে হইবে।

আমি আশা করি, সমস্ত জমাত, বিশেষ করিয়া কাদিয়ানের জমাত, নিজ নিজ কর্ত্তব্য পূর্ণ রূপে উপলব্ধি করিবেন; কাদিয়ান সিলসিলার কেন্দ্রস্থল এবং খোদাতা'লার রসুলের আবির্ভাব স্থান। এই হিসাবে কাদিয়ানবাসীর দায়িত্ব অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। কাদিয়ানবাসীর অপরের জন্য আদর্শ হওয়া উচিত এবং স্বয়ং জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া অপরকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই তাহরিক পালনেও এমন আদর্শ প্রদর্শন করা উচিত যেন বাহিরের লোক তাহাদের আদর্শ দেখিয়া শিক্ষা করিতে পারে।

সৎ আদর্শের প্রভাব অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। আজই লাহোর হইতে আসিবার সময় এক মহিলা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি পাঞ্জাবের এক ভূতপূর্ব্ব লিডারের মাতা। তিনি বলিলেন, "আমার ছেলে দুই এক বার কাদিয়ান হইয়া আসিয়াছে এবং ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিয়াছে, কাদিয়ানের আকাশ ও ভূমি ভিন্ন রূপ এবং লোকও ভিন্ন রূপ। একবার সে কাহারো নিকট একথা প্রকাশও করিয়াছে যে, সে কাদিয়ান বাড়ী প্রস্তুত করিতে চায়।"

এই ব্যক্তি পূর্ব্বে এক বড় পদের চাকুরিয়া ছিলেন। এখন রিটায়ার করিয়া বড় লিডার হইয়াছেন। বস্তুতঃ সৎ আদর্শ মানুষকে নিশ্চয়ই প্রভাবান্বিত করে। সততা, সাধুতা ও সত্য-বাদীতা দেখিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হয় যে, ইহারা মানুষই ভিন্ন রূপ এবং যিনি এই জমাত সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি সাধারণ লোক নহেন।

অতএব আমি আবার বন্ধুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিতেছি যে, সময়ের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করুন। যে বিপ্লব আজ দুনিয়াতে সৃষ্টি হইতেছে এবং যে ধ্বংস-লীলা পৃথিবীর সম্মুখীন হইতেছে ইহার পূর্ব্বেই নিজের প্রাসাদগুলিকে নিরাপদ ও প্রাচীরগুলিকে পূর্ণ করিয়া ফেলুন, যেন শয়তান এই প্রাসাদের উপর আক্রমণ করিতে প্রয়াস পাইবার পূর্ব্বই প্রাচীর পূর্ণ হইয়া দ্বার রুদ্ধ হয়।

পুণ্য সঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ!

স্বয়ং 'আহমদীর' গ্রাহক হউন ও গ্রাহক সংগ্রহ করুন!!

নারী-জাতির মুক্তি

[মিসেস সৈয়দা হুসন আখতার বানু]

আজ সমাজ চাহে নারীর পর্দ্দার মাথায় কুঠারাঘাত করিয়া নারীকে বাহিরের আলো হাওয়ায় প্রকাশ করিতে। কিন্তু নারী-প্রকৃতি তাহা সমর্থন করিবে কেন? পুরুষের সহিত সমভাবে চলিতে গিয়া নারীকে বহু লাঞ্ছিতা হইতে হইয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়মকে উপেক্ষা করিয়া নারী যখনই পুরুষের মোকাবেলা করিতে দাঁড়াইয়াছে তখনই শত বাধা আসিয়া তাহার গতি রোধ করিয়াছে। কোরাণ শরীফে খোদাতা'লা পুরুষ ও নারীর কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বহু পার্থক্য রাখিয়াছেন। নারী কখনও পুরুষের কাজে সমান তাল রাখিয়া চলিতে পারিবে না, কারণ ইহা নারীর কোমল-প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; আবার নারীর অতি সহজ কাজ যাহা তাহার স্বভাব-আয়ত্ব—যেমন সন্তান পালন, গৃহ-কর্ম্ম ইত্যাদি,—তাহা যদি পুরুষ করিতে যান তবে দুই দিনেই তাহারা হাঁপাইয়া উঠিবেন। কারণ ইহা তাহাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। পুরুষ যতই শক্তিশালী হউন না কেন, তাহারা নারীর এ অধিকার কখনো ছিনাইয়া লইতে পারিবেন না। তাই বলি, কেবল নারীকে বে-পর্দ্দা করিলেই সমাজের মুক্তি আসিবে না। সমাজের মুক্তি আনয়ন করিতে হইলে সমাজ দেহের অর্দ্ধাঙ্গ নারীকেও সুস্থ সবল করিয়া তুলিতে হইবে।

নারীকে সুস্থ ও সবল করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম তাহাকে তাহার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ত্তব্য অবগত করাইতে হইবে এবং তৎপর সেই কর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ত্তব্যের জন্য তাহাকে প্রস্তুত করিতে হইবে। সর্ব্ব বিষয়েই কেবল পুরুষের অনুকরণ বা প্রতিযোগিতা করিলেই, বা পুরুষ-সুলভ কোন কোন বিষয়ে পুরুষকে প্রতিযোগিতায় অতিক্রম করিয়া গেলেই নারী উন্নতি করিবে না, বা নারীত্বের উন্নতি হইবে না। সমাজের মুক্তির জন্য নারীকে নারী হিসাবে উন্নতি করিতে হইবে। আদর্শ জননীর ও আদর্শ স্ত্রী হইবার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা তাহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে হইবে। সন্তান-প্রতিপালন, সন্তানের 'তরবীয়ত' বা চরিত্রগঠন এবং শৈশব হইতেই সন্তানের মনে উচ্চাকাঙ্খা জাগাইয়া তোলা, ধর্ম্ম ও মানব-জাতির সেবার জন্য তাহাকে বাল্যকাল হইতেই উদ্বুদ্ধ করা—ইহাই হইল নারীর সর্ব্ব-প্রধান কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বদা স্বামীর সুখ-শান্তির প্রতি লক্ষ্য করা, সংসার কর্ম্মে যথাসাধ্য তাহাকে সাহায্য করা, বিপদাপদে তাহাকে শান্ত্বনা দেওয়া, গৃহে ও পরিবারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পারিপাট্য এবং সদাচার ও মিতাচার কায়েম করিয়া গৃহকে পরিবারস্থ সকলের জন্য 'জান্নাত' বা স্বর্গপুরী করিয়া তোলা নারীর অন্যতম কর্ত্তব্য।

এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নারী-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল ইউনিভার্সিটির নারী-শিক্ষায় এই দুইটি বিষয়ের কোনটির প্রতিই লক্ষ্য করা হয় না। আজকালকার ইউনিভার্সিটির শিক্ষায় মেয়েরাও পুরুষের পাঠ্যতালিকাই পাঠ করিয়া বি-এ, এম-এ ডিগ্রিই হাছেল করিয়া থাকে মাত্র। অথচ তাহার নারীত্বের বিকাশ যে কিরূপে হইবে তৎপ্রতি তাহার নিজের বা কর্ত্তৃপক্ষের কাহারো কোন লক্ষ্য নাই। নারীর নারীত্বকে বিকাশ করিতে হইলে, অর্থাৎ তাহাকে নিজ কর্ম্মক্ষেত্রের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইলে কেবল সাহিত্য-চর্চ্চা বা নভেল-নাটক পাঠ করিলেই চলিবে না। তাহাকে নীতি-ধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে, তাহার স্রষ্টাকে তাহার চিনিতে হইবে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি তাহার কর্ত্তব্য তাহাকে জ্ঞাত হইতে হইবে।

আজকাল সংবাদ পত্র পড়িলে বোধ হয় যেন নারী কেবল নভেল-নাটক পাঠ, সিনেমা বায়স্কোপ দর্শন এবং নানাবিধ ক্রীড়ায় পুরুষের প্রতিযোগিতা করা এবং বেপর্দ্দা ও বেপরওয়া হইয়া পুরুষের সঙ্গে বিচরণ করাকেই নিজ জীবনের মুক্তির পথ বলিয়া ধরিয়া নিয়াছে। এই সকল নারীই আবার দুঃখও প্রকাশ করিয়া থাকে যে, "আজও নারী কেন জাগিল না—অর্থাৎ, নারী কেন সিনেমা বায়স্কোপ ইত্যাদির জন্য পুরুষের সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল না"। কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, কেবল দেহকে বাহির করিয়া পুরুষের বিচরণ-ক্ষেত্রে চড়িয়া বেড়ানের নামই মুক্তি নহে, বরং সদ্ভাব ও সৎ-শিক্ষার আলোতে হৃদয় ও মনকে প্রসারিত ও আলোকিত করার নামই প্রকৃত মুক্তি।

অতএব প্রকৃত মুক্তি লাভ করিতে হইলে নারীকে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া নিজের প্রকৃত কর্ম্ম-ক্ষেত্র ও কর্ত্তব্য বাছিয়া লইয়া নারীত্বের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে; নিজ কর্ত্তব্য

ভুলিয়া পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করিলে নারীত্বকে ক্ষুণ্ণই করা হইবে, নারীর মর্য্যাদা রক্ষা হইবে না।

সমাজে নারী এবং পুরুষ উভয়েরই বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ নির্দ্ধারিত স্থানে থাকিয়া উন্নতি পথে অগ্রসর হইবে ইহাই খোদাতা'লার ইচ্ছা। এই রূপে উন্নতি করিলেই গোটা সমাজ-দেহের উন্নতি হইবে। পুরুষ ও নারী পরস্পরের অনুপূরক। যদি নারী নারী হিসাবে পুরুষের সহযোগীতা না করে এবং পুরুষ পুরুষ হিসাবে নারীর সহযোগীতা না করে তবে সমাজ-দেহ চলিতে পারে না।

এই মহা সত্যটি কোরান অতি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিয়াছে। নারী-জাতির কর্ত্তব্য, কর্ম্মক্ষেত্র এবং জীবন-পদ্ধতি সম্পর্কিত যাবতীয় তত্ত্বই কোরানে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমাজ আজ কোরানের প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে এবং পাশ্চাত্য জাতির অন্ধ অনুকরণে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ধ্বংস মুখে পতিত হইতে চলিয়াছে। অথচ সেই পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যেই কোন কোন জাতি আজ নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ঘর সামলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহারা সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া থাকেন তাহারা অবগত আছেন যে, আজ জার্ম্মাণ-জাতি সন্তান-প্রতিপালনকেই স্ত্রী-জাতির সর্ব্ব-প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গৃহকেই তাহাদের প্রধান কর্ম্ম-ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। হায়! এই সত্যটিও দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে খোদাতা'লা হজরত রসুল করীমের (সাঃ) জরিয়ায় জগতকে জানাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু জগৎ পূর্ব্বে তৎ-প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে নাই, কিন্তু এখন স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে।

এইরূপ আরো কত সত্য যে, পবিত্র কোরানে নিহিত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। জগতের যাবতীয় সমস্যার সমাধানই যে পবিত্র কোরানে রহিয়াছে। যাহা হউক, এখানে তৎ-সমুদয় কথা আলোচনা করিবার স্থান নাই, কেবল এইটুকু বলিয়াই বক্তব্য শেষ করিতেছি যে বর্ত্তমান যুগে কোরানের সত্য ও তত্ত্ব সমূহ উদ্ঘাটন করিয়া জগতের সম্মুখে পেশ করিবার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা এক মহা-পুরুষকে আবির্ভূত করিয়াছেন। তিনি হজরত রসুল করীমের (সাঃ) খলিফা হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) যিনি পাঞ্জাবে কাদিয়ান বস্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি আজ ইসলাম ও মানব-জাতির উদ্ধারার্থ আবিভূত হইয়া জগতকে কোরানের দিকে ডাকিয়াছেন এবং কোরানের শিক্ষানুযায়ী পরিচালিত এক সমাজ গঠন করিয়াছেন। এই সমাজই আজ জগতে আহমদীয়া জমাত নামে সুপরিচিত। এই সমাজে আজ মেয়েলোকগণ কোরানের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়া জগৎ-সংস্কারের কাজে আত্ম-নিয়োগ করিতেছেন।

এই সমাজের স্ত্রীলোকদের মধ্যে আজ এক মহা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। তাহারা রাতদিন জাতি, ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতির বিষয় চিন্তা করিতেছেন। তাহারাও স্কুল-কলেজে পড়েন কিন্তু নীতি ও ধর্ম্মকে বাদ দিয়া নহে। বরং তাহাদের স্কুল-কলেজে ধর্ম্মকে প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। তথায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ কোরান, হাদিস ও অন্যান্য ধর্ম্মপুস্তক পড়ান হয়। কাদিয়ানের বালিকা-স্কুলের ছাত্রীকে মেট্রিক পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে 'দীনিয়াত' বা ধর্ম্ম-বিষয়ক পরীক্ষা পাস করিয়া নিতে হয়। এতদ্ব্যতীত মেয়েদের উচ্চতর ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষার জন্য মেয়েদের পৃথক দীনিয়াত কলেজ আছে। তথায় মেয়েলোকগণ ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি শিক্ষা করিয়া থাকেন। হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানী (আইঃ) মাঝে মাঝে কোরানের 'দারস' (discourse) করেন। তাহাতে এবং অন্যান্য ধর্ম্মালোচনায় মেয়েলোকগণ যোগদান করেন। তাহা ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় সভা-সমিতি ও সামাজিক অনুষ্ঠানেও মেয়েলোকগণ শামেল হইয়া থাকেন। কাদিয়ানে মেয়েলোকদেরও একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান আছে। তাহাকে "লজনা ইমাইল্লাহ্‌" বলা হয়। ধর্ম্ম ও সমাজের সেবা করা ও সেবিকা গড়িয়া তোলাই এই সমিতির উদ্দেশ্য।

মোট কথা, মেয়েলোকদের শিক্ষা ও উন্নতির সর্ব্বাঙ্গীন ব্যবস্থা এই সমাজে রহিয়াছে। এই সমাজের মেয়েলোকগণও মেট্রিক্, আই-এ, বি-এ, মৌলবী-ফাজেল ইত্যাদি ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি লাভ করিতেছেন, সভাসমিতি ও কন্‌ফারেন্‌স্ ইত্যাদিতে যোগদান করিতেছেন, অথচ কোরান যতটুক পর্দ্দার ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াই চলিতেছেন। মোট কথা, আজ এই সমাজে আমরা আদর্শ নারী ও নারী-শিক্ষা দেখিতে পাই। নারী-জাতির সমস্যার সমাধান দেখিতে হইলে, নারী-জাতির প্রকৃত মুক্তির পথ বাছিয়া লইতে হইলে, পবিত্রতা ও শ্লীলতা রক্ষা করিয়া নারীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দেখিতে হইলে আজ এই আহ্‌মদী সমাজের প্রতিই লক্ষ্য করা উচিত। আল্লাহতা'লা জগদ্বাসীকে সৎ-পথ প্রদর্শন করুন, আমীন।

বাংলার আহমদী ভ্রাতাভগ্নিগণের খেদমতে একটি বিশেষ নিবেদন

বাংলার আহমদী ভ্রাতাভগ্নিগণ অবগত আছেন যে, আজ কয় বৎসর যাবৎ আমাদের সিলসিলার বিরুদ্ধবাদী মৌলবী রুহুল-আমীন সাহেব আমাদের সিলসিলার বিরুদ্ধে 'কাদিয়ানী-রদ' নামক একখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়া তাহাতে কতিপয় ভিত্তিহীন অযৌক্তিক, অবান্তর ও মিথ্যা কথা পেশ করতঃ বাংলার জনসাধারণকে ধোকা দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলতঃ কোরান-হাদীস সম্বন্ধে অজ্ঞ কতিপয় লোক তাহার এই ধোকায় পড়িয়া সত্য হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। বাংলার আহমদিগণ তাঁহার এই ধোকা ভঞ্জনের প্রয়োজন হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়া আসিয়াছেন এবং সত্বর ইহার জওয়াব প্রকাশ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইয়াছেন। সে মতে বিগত মজলিসে শুরায় ইহার একখানা জওয়াব প্রকাশ করিবার জন্য এক প্রস্তাব পাশ করা হয়। আমাদের শ্রদ্ধেয় সুবিজ্ঞ আলীম সদর আঞ্জোমন আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবকে এই কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচন করা হয়। তদনুসারে জোনাব মৌলানা সাহেব মৌলবী রুহুল-আমীন সাহেবের পুস্তকের পাঁচখণ্ড দান্দান-শেকন জোওয়াব লিখিয়াছেন। ইহাতে যাবতীয় এতেরাজাতেরই জোওয়াব দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তকখানি সত্বর প্রকাশিত হওয়া এবং প্রত্যেক আহমদীর হাতে ইহার এক কপি থাকা একান্ত আবশ্যক।

অতএব বাংলার জমাতের সকল ভ্রাতাভগ্নির খেদমতে নিবেদন এই যে, তাঁহারা ইহার মুদ্রন-কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য নিজ উদার হস্ত প্রসারিত করুন এবং সত্বর চাঁদার প্রতিশ্রুতি ও নগদ টাকা প্রেরণ করুন। বিগত মজলিসে শুরায় কতিপয় বন্ধু ও জমাত এই কার্য্যের জন্য কিছু ওয়াদা করিয়াছিলেন। তাহাদের খেদমতে নিবেদন এই যে, পুস্তকখানার কলেবর বর্দ্ধিত হওয়ায় তাঁহাদের পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত চাঁদা এই কার্য্যের জন্য যথেষ্ট নহে। অতএব তাহাদিগকেও পুনরায় অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা এই আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি আর বাড়াইয়া দিন। আশা করি, সকল ভ্রাতাভগ্নিগণ ইহার সাহায্য কল্পে 'লাব্বায়েক' বলিয়া অগ্রসর হইবেন। আল্লাহ্ তা'লা সকল ভ্রাতাভগ্নিকে এই সোয়াবের কার্য্যে যথোচিত ভাবে যোগদান করিবার তৌফিক দিন—আমীন।

জেনারেল সেক্রেটারী,
বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ,

আহমদী বালিকার মনের কথা

আহমদী মেয়ে তৈরী হয়ে বৈরী ভাবের করবে শেষ,
ভেদের বন্ধন ভেঙ্গে দিয়ে সবার ভালোয়ে ভরবে দেশ।
হউক না যেমন জাতের মেয়ে, উন্নতি তার করতে হবে,
সকল মেয়ের মনের মাঝে এই ধারণা রাখতে হবে।
শিক্ষিত সৎ মেয়ে যারা, সবাই তারা বলছে আজ,
মেয়ে জাতির উন্নতি পথ খুলতে পারা তাদের কাজ।

অশিক্ষিত মেয়ের মুখে, নূতন কথা উঠ্‌ছে ফুটে,
শিক্ষা দিয়ে দাও গো, মোদের মনের আঁধার যাক্ টুটে।

সকল মেয়ের মনের কথা একটী কথায় হউক নিবেদন—
এই পৃথিবীর ফিরাক গতি আহমদী মেয়ের ঐক্য সাধন।

—নৈয়দা সানি আখতার ভানু

জগৎ আমাদের

লণ্ডন আহমদিয়া মস্‌জিদে বিশ্ব-শান্তি সম্মিলনী

বিগত ৮ই জুলাই তারিখে লণ্ডন আহ্‌মদীয়া মস্‌জিদে বিশ্ব-শান্তি সম্বন্ধে সমস্ত ধর্ম্মের এক সম্মেলন হয়। সার ফিরোজ খান নুন, কে, সি, আই, ই, হাই কমিসনার অব ইণ্ডিয়া সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। রাব্বী ভি, জি, সাইমন্‌স্‌ ইহুদী ধর্ম্মের পক্ষ হইতে, রেভারেণ্ড ষ্টিফেন হপ্‌কিনসন এম-এ খৃষ্ট-ধর্ম্মের পক্ষ হইতে এবং লণ্ডন মসজিদের ইমাম মৌলবী জে, ডি, শামস মৌলবী-ফাজেল ইসলামের পক্ষ হইতে বক্তৃতা প্রদান করেন। অন্যান্য অনেক কথার মধ্যে মৌলানা শামস্‌ সাহেব বলেন যে, বিভিন্ন ধর্ম্ম ও জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য ইসলাম এরূপ কতিপয় নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছে যাহা পালন করিলে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হইয়া পারে না। অতঃপর তিনি ইসলামের নিম্নলিখিত বিধানগুলি বর্ণনা করেন :—

১। ধর্ম্ম-মত পোষণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের দিক দিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীন।

২। সকল ধর্ম্মের নবিগণের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি রাখিতে হইবে এবং কোন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা মান্য ব্যক্তির প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

৩। সর্ব্বাঙ্গীন ও পূর্ণ ধর্ম্ম হওয়ার দাবী করা সত্ত্বেও ইসলাম অন্যান্য ধর্ম্মের নিহিত সত্য সমূহও স্বীকার করে।

৪। কেবল পিতৃ-পুরুষের আচরিত বলিয়াই কোন ধর্ম্মকে যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করা ইসলাম সমর্থন করে না এবং এই রূপ মনোবৃত্তিকে যাবতীয় গোড়ামি ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ কলহের কারণ মনে করে।

৫। ইসলাম বলে, "সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মোসলমান যাহার হাত ও জিহ্বা হইতে মানব-জাতি নিরাপদ।"

অতঃপর তিনি ইসলামের নামাজ, রোজা ও হজ্ব ব্রতের উল্লেখ করিয়া এগুলি বিভিন্ন সভ্যতা ও ভাষাভাষী লোকের মধ্য ঐক্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে কেমন সিদ্ধ-হস্ত তাহা বুঝাইয়া বলেন।

তিনি আরো বলেন যে, আন্তর্জাতিক বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ নিবারণের জন্য ইসলাম, একটি ব্যবস্থা প্রস্তাব করিয়াছে। তাহা কতকটা বর্ত্তমান লীগ-অব-নেসন্‌স্‌-এরই ন্যায়। তবে বর্ত্তমান লীগ-অব-নেসন্‌স-এ অনেক ত্রুটি রহিয়াছে। এই লীগ যে পর্য্যন্ত কোরানের নীতি অনুযায়ী গঠিত না হইবে সে পর্য্যন্ত ইহা জগতে শান্তি স্থাপনে কৃতকার্য্য হইবে না। অন্যায়াচরণকারী ও অত্যাচারী জাতিকে দমন করিবার একটি কার্য্যকরী ব্যবস্থা থাকা চাই। ব্যবস্থাটি এই—এক জাতি যখন অন্য জাতির উপর অন্যায় ভাবে আক্রমণ করে তখন অবশিষ্ট সকল জাতি মিলিত হইয়া সেই জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। এই পন্থা অবলম্বন না করিয়া লীগ কখনো জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইবে না।

তিনি আরো বলেন যে, ইসলাম সুদ প্রথা নিষিদ্ধ করিয়া যুদ্ধের সম্ভাবনা কমাইবার আর একটি কার্য্যকরী পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছে। কারণ সুদের প্রথা না থাকিলে কোন জাতি বা গবর্ণমেণ্ট বড় বড় ঋণ পাইত না এবং যুদ্ধ সম্ভার প্রস্তুত করিতে পারিত না। এই রূপে যুদ্ধের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যাইত।

অতঃপর তিনি প্রত্যেক দেশে শাখা লীগ গঠন করিয়া সমস্ত জগতের জন্য একটি কেন্দ্রীয় লীগ প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করিয়া নিজ বক্তব্য শেষ করেন।

ঢাকায় তবলীগ ডে

৩০ শে জুলাই খোদাতা'লার ফজলে ঢাকা সহরে সারা দিন বৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও "তবলীগ ডে" উত্তমরূপে পালন করা হইয়াছে। সকল আহমদি যুবকগণই সে দিবস ঢাকা সহরের বিভিন্ন মহল্লা ও ছাত্রাবাসে ভ্রমণ করিয়া দেখা সাক্ষাৎ ও পুস্তিকা বিতরণ করিয়া তবলীগ করিয়াছেন। মৌলবী আবদুস সাঈদ সাহেব নলগোলায়, মিষ্টার মোস্তাফা আলী জগন্নাথ কলেজ হোষ্টেলে, মিষ্টার আহসান-উল্লাহ চৌধুরী মুসলিম হল একস্‌টেনসনে, মৌলবী আবদুর রহমান খাঁ ও মিষ্টার নবী-উল-হক সলিমুল্লাহ্‌ মুসলিম হলে, মিষ্টার মীরজা আলী আখন্দ ও মিষ্টার মোহাম্মদ আইয়ুব ফুলবাড়ীয়া মেসে ভ্রমণ করিয়া তবলীগ করেন। আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁহাদের তবলীগের উত্তম ফল প্রদান করুন—আমীন।

ঢাকা খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাপ্তাহিক মিটিং

অনেক দিন কাদিয়ান বাসের পর আমাদের জনাব মৌলানা জিল্লুর রহ্‌মান সাহেবের ঢাকায় পুনরাগমন হইল। তিনি আসিয়া আমাদের সৌভাগ্য মুকুলকে নূতন ভাবে প্রস্ফুটিত করিলেন। আমাদের ভিতর ইস্‌লামের ভাব জাগাইয়া তুলিতে সাড়া দিলেন। তাই আজ হইতে আবার আমাদের পূর্ব্বকার সপ্তাহিক জল্‌সা আঞ্জোমন হলে আরম্ভ হইল। আমাদের প্রাণ তাঁহার প্রাঞ্জল বক্তৃতা শুনিতে এবং দশের সামনে নিজের টুটাফাটা দু'চার কথা শুনাইতে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শুনাইবার মতো লোকেরও পূর্ব্বে আমরা অভাব অনুভব করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু খোদার ফজলে আজ আমাদের সেই অভাব মোচন হইতে চলিল। আমরা তিন চার জন আহ্‌মদী ভাইয়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকিবার ফলে এই সুযোগ উপস্থিত হইল। শিক্ষিত উন্নত মনের ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশার সৌভাগ্য আসিয়া জুটিল—একে অন্যের মধ্যে প্রাণের টান ফুটিয়া উঠিল।

২৩শে জুলাই তারিখের বক্তৃতার বিষয় ছিল আমাদের মহাপ্রাণ হজরত ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস্ সালামের জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনা। বক্তৃতা হলে আহ্‌মদী ও গয়ের-আহ্‌মদী ভাইগণ মিলিত হইলেন। আমাদের মাননীয় জেনারেল সেক্রেটারী চৌধুরী মোজাফর উদ্দিন বি-এ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সর্ব্ব-প্রথম সভাপতি সাহেবের অনুমতিতে মিরজা আলী সাহেব হজরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর জীবনের ঘটনা কয়েক বর্ণনা করিয়া আমাদের মুগ্ধ করিলেন। তারপর পড়িল আমার পালা। আমি উঠিয়া হজরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর জীবনের মস্তবড় কামীয়াবীর কথা উল্লেখ করিলাম—তাহা দুনিয়ার ওলট্‌পালট। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াতে ইস্‌লামী ঝাণ্ডা উত্থিত হইল এবং জগতের সকল ধর্ম্ম-প্রাণ জাতির প্রাণে ধর্ম্মের প্রাণ জাগিয়া উঠিল। সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে, এমন কি ইহার প্রচারে যত্নবান হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গয়ের আহ্‌মদী ভাইদেরও প্রাণে আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তাহাদের বিরুদ্ধবাদীতায় আমাদের প্রচারের দিক দিয়া কোনরূপ ক্ষতিই হয় নাই বরং সুবিধাই হইয়াছে। জগতের সকল ধর্ম্মই এখন আমাদের তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতেছে। তাই জগৎময় একটি ভগবৎ প্রেমের ঝঙ্কার পড়িয়া গিয়াছে। তৎপর মোস্তফা আলী সাহেব হজরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর জীবনের কয়েকটি ঘটনা দ্বারা তাঁহার সত্যবাদীতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিলেন। এডিটর মৌলবী আবদুর রহমান খান বি-এল্ হজরত ইমাম মাহমদীর (আঃ) প্রাথমিক জীবনের সাধনা, ঐশী-প্রেম ও সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য এবং প্রচার জীবনের ত্যাগ ও চরিত্র মাহাত্ম্যের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন যে, পিতৃ আদেশ পালনার্থ এবং পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষার্থ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক মোকদ্দমাও করিতে হইয়াছে। কিন্তু সম্পত্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই সকল মোকদ্দমায় তিনি কখনো বিন্দুমাত্রও মিথ্যা কথা বলেন নাই। এই সল মোকদ্দমার ভিতর দিয়া, বরং তাঁহার অসাধারণ সততা, সাধুতা ও সত্যপরায়ণতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব হজরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর আলোচনা করিলেন এবং দেখাইলেন যে, কিরূপে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষগণ দুনিয়াতে প্রেরিত হইয়া অতি দীন হীন অবস্থা হইতে অল্পে অল্পে ঐশিবাণীর সাহায্যে জগতে মহা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া জগৎকে নূতন আলোকে আলোকিত করিয়া জনমণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন।

সর্ব্বশেষে শুরু হইল সভাপতি সাহেবের অভিভাষণ। তিনি বক্তাগণের বক্তৃতা শুনিয়া বলিলেন যে, কয়েকজন বক্তা মিলিয়া হজরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর জীবনের ঘটনাবলীর যাহা উল্লেখ করিলেন, তাহা তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর শতাংশের একাংশও হইবে না। এমন কি, যে অসংখ্য ঘটনাবলী তিনি লোক মুখে তাঁহার কাদিয়ান অবস্থান কালে শুনিয়াছেন তাহাও এই এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে শেষ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাহাহউক, তিনিও হজরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর জীবনের আরও বিশেষ বিশেষ ঘটনার বিষয় বলিয়া অভিভাষণ শেষ করিলেন।

হে খোদা, এখানে যে বীজ বপিত হইয়াছে তুমি তাহা আমাদের সাহায্যে বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত করিয়া ফুলে ফলে সুশোভিত করো। আমরা শক্তি হীন। আমরা তোমারই সাহায্যের ভিখারী। আমাদের সহায়তা করিয়া তোমার ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়। আমীন!

—চৌধুরী আহ্‌সানউল্লাহ্
বি-কম্ (ষ্টুডেন্ট)

বিশেষ চাঁদার আহ্বান

জমাতের আর্থিক অনটন দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে বিগত ১৯৩৮ সনের মজলিসে মুশাভেরায় এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল যে, বিশেষ চাঁদা করিয়া তিন বৎসরে জমাত হইতে এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হউক। প্রথম বৎসর ১৫০০০৲ টাকা, দ্বিতীয় বৎসর ৩৫০০০৲ টাকা ও তৃতীয় বৎসর ৫০০০০৲ টাকা—এইরূপে সংগ্রহ করা হউক। বিগত ১৯৩৮ সনে প্রথম বৎসরের ১৫০০০৲ টাকার তাহরিক করা হইয়াছিল; এবার উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্বিতীয় বৎসরের ৩৫০০০৲ টাকার আহ্বান করা হইয়াছে। এই পঁয়ত্রিশ হাজারের আহ্বানের চাঁদার হার এক মাসের আয়ের উপর শতকরা ১৫৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই টাকা এক কালীন বা কিস্তি কিস্তি দেওয়া যাইতে পারে। বিগত বৎসরের পনর হাজার টাকার চাঁদার হার এক মাসের আয়ের উপর শত করা ৬৷৷০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কাহারো বিগত বৎসরের চাঁদা অনাদায় থাকিলে তাহাও এ বৎসরের চাঁদার সঙ্গে আদায় করা যাইতে পারে। তবে চাঁদা প্রেরণের সময় এরূপ উল্লেখ করিতে হইবে যে, প্রথম বৎসরের বিশেষ চাঁদা বাবৎ এত টাকা এবং দ্বিতীয় বৎসরের বিশেষ চাঁদা বাবৎ এত টাকা।

এই বিশেষ চাঁদার উদ্দেশ্য সদর আঞ্জোমনের ঋণ পরিশোধ করা—উহার বর্ত্তমান অর্থ সঙ্কট দূরীভূত করা। অতএব জমাতের কর্ম্মকর্ত্তা ও বন্ধুগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে তাঁহারা যেন এই বিশেষ চাঁদা আদায়ের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া খোদাতা'লার দরগাহে বিশেষ সোয়াবের ভাগী হন। আল্লাহ্‌তা'লা সকলকে তৌফিক দিন—আমীন।

জেনারেল সেক্রেটারী
বঃ, প্রাঃ, আঃ আঃ

ধাতু দৌর্ব্বল্যের ঔষধ

ধাতু-দৌর্ব্বল্য এক বিকট ব্যাধি। আপনার শরীরের বর্ণ হলদে হইয়া থাকিলে এবং দুর্ব্বল হইয়া থাকিলে বা অন্য কোন উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকিলে সত্বর ধাতু-দৌর্ব্বল্যের ঔষধ চাহিয়া লউন। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা।

ডাক্তার মাহবুবুর রাহমান বাঙ্গালী, এইচ-এম-বি।
বেঙ্গল হোমিও ফার্ম্মেসী, কাদিয়ান, পাঞ্জাব।

বিনা অপারেশনে চক্ষু রোগের চিকিৎসা

আপনার চক্ষে ছানি হইয়া থাকিলে বিনা-অপারেশনেই আমাদের ঔষধ ব্যবহারে ইন্‌শা-আল্লাহ্‌ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিবেন। ঔষধ কেবল খাইতে হয় ও চক্ষে লাগাইতে হয়। অপারেশন হইয়া থাকিলেও এই ঔষধ ব্যবহারে উপকার পাইবেন। কারণ এই ঔষধ ব্যবহারের পর কোন চশমা ব্যবহারের আবশ্যক হয় না। চিঠি লিখিয়া বিস্তারিত অবগত হউন। এক মাসের ব্যবহার্য্য ঔষধের মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

ডাঃ মাহবুবুর রাহমান বাঙ্গালী এইচ-এম-বি,
বেঙ্গল হোমিও ফার্ম্মেসী, কাদিয়ান,পাঞ্জাব।

পায়োরিয়া

সর্ব্ব-প্রকার দন্ত-রোগের—যথা, দাঁত দিয়া পূঁজ বাহির হওয়া, দাঁত বেদনা ইত্যাদি রোগের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা।

ডাঃ মাহবুবুর রাহমান বাঙ্গালী, এইচ-এম-বি।
বেঙ্গল হোমিও ফার্ম্মেসী, কাদিয়ান, পাঞ্জাব।

ফাসফীম টনিক

মস্তিষ্ক-চালনাকারীদিগের পরম বন্ধু। সর্ব্বপ্রকার মস্তিষ্ক ও স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, রক্তাভাব, হৃদ-কম্প, অজীর্ণ, ধাতু-দৌর্ব্বল্য ও ধ্বজ-ভঙ্গ ইত্যাদি ব্যাধির মহৌষধ। আপনি যদি উপরুক্ত কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন তবে **ফাসফীম টনিক** ব্যবহারে ইন্‌শা-আল্লাহ আরোগ্য লাভ করিবেন।

মূল্য ছোট শিশি—৩৲, বড় শিশি ৫৲, ডাক-মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাঃ মাহবুবুর রাহমান বাঙ্গালী, এইচ-এম-বি।
বেঙ্গল হোমিও ফার্ম্মেসী,
কাদিয়ান, পাঞ্জাব।

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন .....এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"—হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ্‌মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে :—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজো' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ **'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা**—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,' ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, (বেঙ্গল)

বহুমূত্রের মহৌষধ

মহাপুরুষ প্রদত্ত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার দ্বারা প্রশংসিত

শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেনগুপ্ত,
বামাকুটীর, পোঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া (এ-বি-আর)

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲
সিকি কলম	"	২৷৷০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ	পৃষ্ঠা মাসিক	২০৲
" " " অর্দ্ধ	" "	১২৲
" " ৩য় পূর্ণ	" "	২০৲
" " " অর্দ্ধ	" "	১২৲
" " ৪র্থ পূর্ণ	" "	৩০৲
" " " অর্দ্ধ	" "	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্‌মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ শ্বল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌঁছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম	মূল্য
Extracts from the Holy Quran	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teachings ...	8 *as.*
The Teachings of Islam	4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions (Paper bound ...	12 *as.* 8 *as.*)
The Imam of the Age ...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet ...	2 *as*
The Future Religion of the World ...	2 *as.*
The Message from Heaven	1 *a.*
ধর্ম্ম সমন্বয় ...	।০
আহমদীয়া মতবাদ ...	।০
ইমামুজ্জমান	৵০
আহমদ চরিত ...	।০
চশ্‌মায়ে মসিহ ...	।০
জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু) ...	।০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ...	৵০
প্রীতি-সম্ভাষণ ...	৴০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম ...	৲১৫
তহকীক-উদ্দান ...	৲১০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ...	৲৫
আমালেসালেহ্‌ (উর্দ্দু) ...	৸০

দ্রষ্টব্য—এজেণ্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca, (Bengal).